যুগান্তর

তারিখ 14 JUL 2013
কলাম

কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন

৩৫ জনের মুক্তি আজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

সব সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং আটককৃত শিক্ষার্থীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আজ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে মেধা মূল্যায়ন মঞ্চ।

জানা গেছে, আন্দোলনের মুখে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৫ থেকে ১০ শতাংশ কমিয়ে মেধা কোটা বাড়ানোর বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা চলছে। শিগগিরই এ সংক্রান্ত প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হতে পারে।

এদিকে পক্ষে-বিপক্ষে মিছিল করেছে 'মেধা মূল্যায়ন মঞ্চ' ও 'মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা'। শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তারা এ মিছিল সমাবেশ করে। মেধা মূল্যায়ন মঞ্চের মিছিল শেষে সমাবেশে ছাত্রলীগ বাধা দিলেও মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের মিছিল সমাবেশ হয়েছে নির্বিঘ্নে বলে অভিযোগ

ধর্মঘট : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

কোটা বাতিলের দাবিতে শনিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ধর্মঘট : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছে সাধারণ ছাত্ররা। তবে ছাত্রলীগ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বসেছে, ছাত্রলীগ তাদের পূর্ব ঘোষিত একটি যৌক্তিক কর্মসূচিতে ক্ষমতা দেখিয়ে বাধা দিয়েছে। কিন্তু তাদের এ আন্দোলন সরকারের বা মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে নয় বরং এটি একটি যৌক্তিক আন্দোলন। যার সঙ্গে যুক্ত হাজার সাধারণ শিক্ষার্থীর জীবন ও জীবিকা জড়িত।

জানা গেছে, শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ৩৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাতিল এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেয় মেধা মূল্যায়ন মঞ্চ। আর রোববার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘটেরও ডাক দেয় তারা। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শনিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে জড় হতে থাকে শিক্ষার্থীরা। এরপর তারা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করার চেষ্টাকালেই লাইব্রেরির সামনে ছাত্রলীগ তাদের ধাওয়া দেয়। এ সময় ছাত্রলীগের হামলায় কয়েকজন সাধারণ ছাত্র আহত হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ছাত্রলীগ নয় সাধারণ ছাত্ররাই তাদের ধাওয়া দিয়েছে। সাধারণ ছাত্রদের ধাওয়া খেয়ে কোটা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনকারীরা পালিয়েছে।

এদিকে, কোটা বিরোধীদের মিছিল শেষেই ক্যাম্পাসে কোটার পক্ষে মিছিল বের করে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা। 'আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান' নামের একটি ব্যানার নিয়ে তারা ক্যাম্পাসে মিছিল শেষে লাইব্রেরির সামনে সমাবেশ করে। এ সময় একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের ফলেই আজ এ স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য বরাদ্দকৃত কোটা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন হচ্ছে। তবে এ আন্দোলন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করার জন্যই একটি গ্রুপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ আন্দোলনে উসকানি দিচ্ছে। সাধারণ ছাত্ররা তাদের এ উসকানি কঠোর হস্তে দমন করবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আবদ্রাদ আলী বলেন, কোটা বাতিলের পক্ষে-বিপক্ষে ছাত্রদের দুটি গ্রুপ বিক্ষোভ মিছিল করেছে। তবে কোনো ধরনের সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি।

আটক ৩৫ ছাত্রের মুক্তি : কোটাবিরোধী আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত ৪০ জনের মধ্যে ৩৫ জনকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। শুক্রবার রাতেই শাহবাগ থানা পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। তবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ৫ জনকে সন্দেহে রেখে পুলিশ তাদের রিমান্ড দাবি করেছে। জানা গেছে, মুক্ত ৩৫ ছাত্রের মধ্যে ১৭ জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী। এ ব্যাপারে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এসব ছাত্রদের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত না হওয়ায় ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাধ্যমে অপরাধে জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েই তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আজ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট : বিভিন্ন গণমাধ্যমে শনিবার মেধা মূল্যায়ন মঞ্চের পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দেশের সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোটা প্রত্যাহারের দাবিতে এই ধর্মঘট পালনের জন্য আহ্বান জানানো হয়। তারা ওই বিবৃতিতে আরও বলেন, রোববার ধর্মঘট পালনের মধ্যেও যদি সরকার তাদের দাবি মেনে না নেয় তবে সোমবার থেকে লাগাতার ধর্মঘটেরও হুমকি দেন আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

রাবিতে দফায় দফায় বিক্ষোভ : *রাজশাহী ব্যুরো জানায়,* কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে দফায় দফায় বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে তাদের এ পূর্বনির্ধারিত অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। অবরোধের শুরুতেই কয়েক বার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় পুলিশ। তাদের দাবি পূর্ণ না করা হলে রোববারও অবরোধ কর্মসূচি পালন করবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

জানা যায়, কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার সকাল ১০টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে জড়ো হতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অবস্থান নেয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয় পুলিশ। শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটক পেরিয়ে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে যেতে চাইলে পুলিশ শিক্ষার্থীদের বাধা দেয়। পুলিশি বাধার মুখে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী প্রধান ফটকের ভেতরে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এ সময় ক্যাম্পাসে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

একপর্যায়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে প্রধান ফটক পেরোতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের মধ্যস্থতায় রাস্তায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় শিক্ষার্থীদের। অনুমতি পেয়ে বেলা সাড়ে ১০টার দিকে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে। ১১টা পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি পালনের পর পুলিশ এবং প্রক্টর শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসের ভেতরে যেতে বাধ্য করে।

পরে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অমিত কুমার ঘোষ বলেন, শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির নামে বিশৃংখলা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। কেউ বিশৃংখলা করতে চাইলে কঠোর হাতে দমন করা হবে বলে জানান তিনি।